দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 FEB 1989 ... ...
পৃষ্ঠা... ... ...4 কলাম...3... ...

171

২৭

আইন শিক্ষা, আইনজীবী ও আইনের শাসন

আবদুল খালেক
সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল

ডকুমেন্টেশন

আমরা অনেকেই পেশা ও জীবিকার পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকি। পাসপোর্ট ও দলিলদস্তাবেজে পেশার পরিচয় দিতেই হচ্ছে। এই পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা যে যা করছি তাকেই পেশা বলছি। যেমন, কেউ বলছি পেশায় আমি শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ছাত্র, সাংবাদিক, শিল্পী, সৈনিক, সরকারী অথবা বেসরকারী কর্মচারী ইত্যাদি। কেউ বলছি পেশায় আমি ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি বা আইনজীবী। কেউ বলছি পেশায় আমি জেলে, তাঁতী, কামার, কুমার ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ বলছি পেশায় আমি গিন্নী, সমাজসেবী ইত্যাদি। তাছাড়া, অনেক সময় ভিক্ষুক, চোর-ডাকাত, চোরাকারবারী ইত্যাদি শ্রেণীভুক্তদেরকেও পেশাদার বলতে দ্বিধাবোধ করি না যদিও তারা নিজেরা তা স্বীকার করবে না। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পেশাজীবীদের জন্যে সংসদীয় আসন নির্ধারণের কথাবার্তাও হচ্ছে। কাজেই প্রকৃত অর্থে পেশাজীবীদের চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা নেই, এ কথা বলা যাবে না।

বাংলাদেশে ডাক্তারী, প্রকৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষার মাপকাঠিতে আইনশিক্ষা অবহেলিত হওয়ার জন্যে আইন পেশার প্রকৃত বিকাশে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। আইনের সৌকর্য এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ মানবসভ্যতার মাপকাঠি—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন গ্রীসে নাগরিকরা নিজেরাই নিজে-নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করতো। যে কোন দেশের আইনে এখনো এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। যেহেতু আইনের জটিলতা সামলিয়ে ওঠা সকল নাগরিকের পক্ষে সম্ভব নয়, সেহেতু পেশাজীবী আইনজ্ঞদের উদ্ভব ঘটেছে। প্রাচীন গ্রীসে যেমন নাগরিকরা আইনশিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠে, তেমনি নাগরিক জীবনে আইনের গুরুত্ব এত বেশী ছিল যে প্রাচীন রোমে ছেলেবেলাতেই অভিজাত শ্রেণীকে আইনের মৌল বিষয়গুলো শেখাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, শিক্ষাব্যবস্থা যখন পুরোহিত সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তি ও মুক্তচিন্তা বিকাশের ধারায় পরিচালিত হতে শুরু করে তখনই আইনেরও বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। আইনের বিকাশের মধ্যে মানুষ খুঁজে পেয়েছে তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের চেতনা এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিকশিত ধ্যান-ধারণা। বিচারব্যবস্থায় খুঁজে পেয়েছে অধিকার প্রতিষ্ঠার আশ্রয়স্থল। তাই সভ্যসমাজে মানুষ চায় আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আর শিখতে চায় আইন এবং দেখাতে চায় আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, আর গড়ে তুলছে সুদক্ষ আইনজীবী সমাজ। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে আইনজীবীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন সব দেশেই। আমাদের উপমহাদেশে স্বাধীনতা ও অন্যান্য আন্দোলনে আইনজীবীদের অবদান সবিশেষ প্রতিভাত।

বাংলাদেশে আইনশিক্ষাদানের ব্যবস্থা সমস্যাজর্জরিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে সার্বক্ষণিক শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। শিক্ষকদের বেতন-স্কেল ও অন্যান্য সুবিধাদিতে নামীদামী আইনজ্ঞদের ক্ষয়-পোষানি হয় না। কাজেই খণ্ডকালীন শিক্ষকের সহায়তায় আইন বিভাগ চলছে। তাদেরকে যে সম্মানী দেয়া হয় তা এত নগণ্য যে উল্লেখ না করাই ভালো। আইন-দরদী বলেই আদালতের ফাঁকে ফাঁকে খণ্ডকালীন শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আসেন এবং ক্লাস শেষ হলে নিজ নিজ পেশার কাজে চলে যান। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা ক্লাসের বাইরে খণ্ডকালীন শিক্ষকদের সংস্রবে আসার সুযোগ পাচ্ছেন না, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকেন।

আইনশিক্ষার আরো কয়েকটি দিক রয়েছে। সম্মান ও মাস্টার্স কোর্স যারা পড়েন তাদেরকে উচ্চ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আলোকিত করার প্রশ্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবহেলিত বলে মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আইনের বই ও আইনের রিপোর্টের ভাণ্ডার কী হওয়া উচিত তার কিছু ধারণা পেতে হলে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে দু'চার জন সুপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর প্রতি। একথা মানতেই হবে যে, পাঠ্যতালিকাভুক্ত বইপুস্তক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রকাশনা সম্বলিত লাইব্রেরীর সুযোগ-সুবিধা শিক্ষার্থীদেরকে দেয়ার দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরই। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে শিক্ষার্থীরা কোন ফল পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে। আইনশিক্ষার উৎকর্ষের সঙ্গে দেশের বিচারব্যবস্থার গুণগত মান ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাংলাদেশে আইনশিক্ষার আরো অঙ্গন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে ও অনুমোদনক্রমে আইনে পাসকোর্স পড়ানো হয় অনেকগুলো আইন কলেজে। স্থানীয় আইন-দরদী আইনজীবীদের একান্ত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এসব কলেজে বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় ক্লাস নেয়া হয়। তাতে চাকরিজীবীরাও আইন পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাছাড়া, স্থানীয় সুপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবীদেরকে ঐ সময় খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পেতেও তেমন অসুবিধা হয় না। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এই আইন কলেজগুলোতে সরকারের অনুদানের একটি কানা-পয়সাও এ পর্যন্ত আসেনি। এই কলেজগুলোতে হাজার হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন। তাদের যৎসামান্য বেতনের ওপর এই কলেজগুলো চলছে। এসব কলেজের ক্লাসরুম, লাইব্রেরী ও অন্যান্য সমস্যা বছরের পর বছর চলে আসছে। প্রাইভেট ডিগ্রী কলেজ আজকাল যে সরকারী অনুদান পেয়ে থাকে তা দিলেও বেসরকারী আইন কলেজগুলোর কিছুটা উন্নয়ন সম্ভব হতো। আইন কলেজে শিক্ষকদের কোন নির্ধারিত বেতন স্কেলও নেই। বেসরকারী কলেজে যেভাবে বেতন-স্কেল নির্ধারিত হচ্ছে সেভাবে আইন কলেজেরও বেতন স্কেল নির্ধারিত হওয়া এবং বেতনের ৭০% সরকারী অনুদান হিসেবে পাওয়ার দাবী মোটেই অযৌক্তিক হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার এ বিষয়ে এগিয়ে আসছেন না—এটাই বাংলাদেশে আইনশেখার দুর্ভাগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন বিভাগ আইন কলেজের দায়িত্বে রয়েছেন কিনা তাও বুঝা যাচ্ছে না। আইন কলেজের সার্বিক দুরবস্থা দেখার ও ব্যক্ত করার চোখমুখ তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরই।

আমাদের দেশে প্রচলিত কতেক আইন জনসমর্থিত নয়, কতেক আইন নির্যাতনমূলক। জনকল্যাণমূলক এবং জনস্বার্থবিরোধী আইনের প্রয়োগও বৈষম্যমূলক। আমরা সাধারণতঃ